কুসুমের মাস

গৌতম বসু

অনেক কবিতাই শেষ পর্যন্ত সমষ্টির স্মৃতি থেকে মুছে যায়। তলিয়ে যাওয়া কবিতাগুলির প্রাণশক্তি হয়তোতীব্র ছিলো, কবি তাঁর জীবদ্দশায় সম্মান পেয়ে এসেছেন হয়তো, এতদসত্ত্বেও, আমরা দেখি সেইসব কবিতা অপঠিত হতে হতে পাঠকের স্মৃতি থেকে কখন অন্তর্ধান করেছে। এই প্রক্রিয়াটি মহাকালের একান্ত নিজস্ব, বস্তুত কী থাকবে আর কী থাকবে না, এই প্রসঙ্গটি এমন রহস্যাবৃত যে সাহিত্যের হিসাবরক্ষকদের সমস্ত গণনা বারংবার ভুল প্রমাণিত হতে দেখা গেছে। মহাকালের বিচার আমরা বুঝি বা না বুঝি, তা আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়েছে, এবং সন্দেহ নেই, স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে শিক্ষাগ্রহণ, এগিয়ে চলার প্রস্তুতি। তিরিশের দশকের লেখকগণ বাংলা কবিতায় কয়েকটি মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন, যার অভিঘাত, এতদিনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনের আলোয় আমরা নতুন করে বুঝতে পারছি প্রধান কবিদের ভূমিকা। কবি কোনো ভাষায় যখন আত্মপ্রকাশ করেন, তখন, প্রাথমিক অনিশ্চয়তার পর ভাষা তাকে অনুসরণ করে, তাঁর চিন্তার প্রাবল্য ও গভীরতা এমন এক বাতাবরণের সৃষ্টি করে যে তাঁর ভাবনাকে ধারণ করার জন্য ভাষার সুপ্রতিষ্ঠিত কাঠামোর রূপান্তর ঘটে। সামপ্রতিক কালে, এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ, জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দ তাঁর ভাবনার দ্বারা বাংলা ভাষার শিথিল, পেলব, মধুর আবহাওয়াকে সদর্থে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে গেছেন, আমরা চাইলেও ফিরে যেতে পারবো না এমন একটি কবিতায়ঃ--

‘কাল যে দেখেছি স্বপ্ন, অপরূপ! শুনিবে সে-কথা?
অপূর্ব কাহিনী সেই, চুপে - চুপে কহিব তোমায়।
সবাই ঘুমুলো পরে এসো হেথা টিপি - টিপি পায়,
চঞ্চল কঙ্কাশব্দে ভেঙো না রাত্রির নীরবতা।
লতারে দেখেছি স্বপ্নে? পাগল! সে হতে পারে লতা?
যাহারে দেখেছি কাল, কানে - কানে শোনো যদি তায়--
তা হলে খুসিই হবে। এসো কিন্তু গভীর নিশায়
অঞ্চল সংযত করি’, আশঙ্কায় মৃত্যু - অবনতা।’
(স্বপ্ন (অংশ) / কুসুমের মাস ও
অন্যান্য কবিতা/ অজিত দত্ত)

একটু বিশদ করে বলতে পারি, প্রধান ও অপ্রধান কবির যে বিভাজন আমরা সাধারণত করে থাকি, তা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। অজিত দত্তের এই কবিতাটি আজকের বাংলা কবিতার পাঠকের দৃষ্টিতে ম্লান মনে হচ্ছে কারণ তার একটি অন্য অভিজ্ঞতা রয়েছে, জীবনানন্দের কবিতা পাঠের স্মৃতি তার চিকে শাসন করছে। অর্থাৎ, জীবনানন্দ আছেন বলেই অজিত দত্ত আজ ম্লান, এই কথাটিই আমরা ঘুরিয়ে নিয়ে বলতে পারি, অজিত দত্ত আছেন বলেই জীবনানন্দের উচচতা আমরা এত স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

তাহলে আমরা কি এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে এটিই তথাকথিত অপ্রধান কবিদের পরিণতি ? শুধুই উজ্জ্বলতর

সতীর্থদের চিনিয়ে দেওয়ার জন্যই কি তাঁরা কাব্যসংকলনগুলিতে বন্দী হয়ে আছেন ? ভুলে যাওয়া কবিতার বইগুলি খুঁজে - খুঁজে আমরা কি শুধু এইমাত্র লাভ করি? তিরিশের দশকের প্রারম্ভেপ্রকাশিত অজিত দত্তের কুসুমের মাস ও অন্যান্য কবিতা এমন একটি কাব্যগ্রন্থ যা একসময় সুপ্রসিদ্ধ ছিলো, কিন্তু আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত। বাংলা কবিতার জগৎ থেকে অজিত দত্তের হারিয়ে যাওয়া নিশ্চয় সম্পূর্ণ নয়, আমরা পূর্বেই স্বীকার করে নিয়েছি যে কালের নিয়মে শুধু তাই বেঁচে থাকে যা সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু কালপ্রবাহে তাঁর গুত্বপূর্ণে ভূমিকাটুকু উপলব্ধি করা আমাদের কর্তব্য। তাঁর কবিতায় আমরা সেই রোম্যান্টিকতার সন্ধান পাই যা বাংলা কবিতার, বিশেষ করে তিরিশেরদশকের কবিদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। দুটি উদাহরণ---

১। কাল রাতে একলা আঁধার পথে সহরতলীতে
দেখলুম অদ্ভুত মেয়ে এক।
সেথানে অশথ ঝোপ নিঃঝুমে ছবি মতন,
এতটুকু হাওয়া নেই, জোছনাও ফোটে নি তখন,
দেখলুম আকাশের ময়লা আলোতে
আবছা ছায়ার মত মেয়ে এক।
যদিও বাতাস নেই, তবু যেন দেখলুম অদ্ভুত,
উড়ছে হাল্কা চুল, উড়ছে হাওয়ার মত -- আবছা।
যদিও জোছনা নেই, তবু যেন দেখলুম অদ্ভুত,
পাপড়ির মত তার চোখের পলক নত -- আবছা।
নিঃঝুম জটবাঁধা অশথের ঝোপের ছায়ায়
ওড়্নার মত তার মুখখানি অর্দ্ধেক ঢাকা,
দেখেছি অলক তার, দেখেছি পলক তার, আর
দেখেছি শরীর তার বাঁকা।

কালকে আবছা রাতে দেখেছি যে অদ্ভুত সহরতলীতে,
বিছানায় শুয়ে তাই ঘুম নাই চোখে এতটুকু,
যদিও ছিলো না হাওয়া, যদিও ওঠে নি চাঁদ কাল,
যদিও দেখি নি তার মুখ।
(ছায়া / কুসুমের মাস ও অন্যান্য কবিতা)

২। তুমি ফুল ভালোবাসো? লাল ফুল? চোখে যাহা লাগে ?
কঠিন সৌন্দর্যে যার নয়ন সে হয় প্রতিহত ?
তুমি ভালোবাসো ফুল ? শেফালিকা সৌরভ - আনত ?
যে - ফুল ঝরিয়া পড়ে ক্ষীণাঙ্গুলে স্পর্শিবার আগে?
আননে লেগেছে তব কেতকীর সৌরভ - দু- কূল ?
হৃদয়ে কি বাজিয়াছে প্রগল্ভা হেনার উচচহাসি ?
তুমি ভালোবাসো ফুল? কদম্ব সে বরষা - বিলাসী ?
অথবা কুণ্ঠিতা কন্যা অতসীর কোমল মুকু ল ?

আমিও কুসুমপ্রিয়। আজিকে তো কুসুমের মাস।
মোর হাতে হাত দাও। চলো যাই কুসুম - বিতানে

বসিয়া নিভৃত কুঞ্জে কহিবো তোমার কানে - কানে,
কোন্ ফুলে ভরিয়াছি জীবনের মধু - অবকাশ।
লুঘপদে চলো যাই, কেহ যেন আঁখি নাহি হানে,
নিশ্বাসে জাগে না যেন তন্দ্রাস্তব্ধ রাতের বাতাস।
(কুসুমের মাস/ কুসুমের মাস ও অন্যান্য কবিতা)

একটি অধরা স্বপ্ন, নারী, আলো - আঁধারের রহস্যময়তার গভীরে রয়েছে সেই চেতনা, লিরিকের সেই বীজ যা বাংলা কবিতাকে এতকাল জীবন্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুত, অপ্রধান কবিদের মুল ভূমিকা ঠিক এখানেই, তাঁরা ভাষাকে রূপ ান্তরিত করতে পারেননা বলে তাঁদের হাতে ভাষার মূল অক্ষত থাকে, ধারাটি তাঁরা বহন করে নিয়ে চলেন। যে কোনো ভ াষার মূল রহস্যগুলি তাঁদেরই রচনায় সূত্রাকারে লুকিয়ে থাকে, লুকিয়ে থাকে নতুন সম্ভাবনা এবং যা সর্বাধিক গুত্বপূর্ণ কথা, এই সূত্রগুলিই কালের স্রোতে ভেসে যেতে যেতে পরে কোনোদিন কোনো প্রধান কবির স্পর্শ পেয়ে নবজন্ম লাভ করে। অজিত দত্ত অবশ্যই জীবনানন্দ দাশ কিম্বা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিম্বা অমিয় চক্রবর্তীর তুল্য কবি নন, কিন্তু তিনি সেই সম্ভ াবনা যা এখনো কর্ষণের অপেক্ষায় রয়েছে, ধারাবাহিকতার সেই প্রতীক যা বাদ দিলে বাংলা কবিতা সন্দেহাতীত ভাবে দরিদ্র হয়ে যায়।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com